দাদা ভগবান কথিত
ক্রোধ

দাদা ভগবান কথিত

ক্রোধ

মূল গুজরাতী সংকলন : ডাঃ নীরুবেহন অমিন
অনুবাদ : মহাত্মাগণ

প্রকাশক ঃ **অজীত সি. প্যাটেল,**
দাদা ভগবান আরাধনা ট্রাস্ট
দাদা দর্শন, ৫, মমতাপার্ক সোসাইটি,
নবগুজরাট কলেজের পিছনে
উসমানপুরা, আহমেদাবাদ - ৩৮০০১৪
ফোন ঃ (০৭৯) ৩৯৮৩০ ১০০

E-mail : info@dadabhagwan.org

First Edition : 2000 Copies, November 2016

ভাবমূল্য ঃ 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছু জানি না' এই জাগৃতি

দ্রব্যমূল্য ঃ ১০ টাকা

মুদ্রক ঃ **অম্বা অফসেট, মহাবিদেহ ফাউন্ডেশন**
পার্শ্বনাথ চেম্বার্স (বেসমেন্ট), আর. বি. আই-এর নিকট,
উসমানপুরা, আহমেদাবাদ - ৩৮০০১৪

ফোন ঃ (০৭৯) ২৭৫৪২৯৬৪, ৩০০০৪৮২৩/২৪

ত্রি-মন্ত্র

নমো অরিহন্তানম্

নমো সিদ্ধানম্

নমো আয়রিয়ানম্

নমো উবজ্ঝায়ানম্

নমো লোয়ে সব্বসাহুনম্

এ্যায়সো পঞ্চ নমুক্কারো;

সব্ব পাবপ্পনাশনো

মঙ্গলানম চ সব্বেসিম্;

পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ১

ওম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ২

ওম্ নমঃ শিবায় ৩

জয় সৎ চিৎ আনন্দ

দাদা ভগবান কে?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬'টার সময় ভীড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৩-এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহমন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে, বহুজন্ম ধরে ব্যক্ত হওয়ার জন্যে ব্যাকুল দাদা ভগবান পূর্ণরূপে প্রকট হলেন - অধ্যাত্মের এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য প্রকট হল। অলৌকিকভাবে এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হল। 'আমি কে? ভগবান কে? জগত কে চালায়? কর্ম কি? মুক্তি কি?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমস্ত রহস্য সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হল। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বকে এক অদ্বিতীয় সম্পূর্ণ দর্শন প্রদান করল যার মাধ্যম হলেন গুজরাত-এর চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরন গ্রামনিবাসী পাটীদার শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই প্যাটেল যিনি কন্ট্রাকটরি ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী ছিলেন।

'ব্যবসা-তে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্ম-তে ব্যবসা নয়' এই নীতি অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারোর কাছ থেকে অর্থ নেন নি, উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদের তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

ওনার অদ্ভূত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা ওনার যে রকম প্রাপ্তি হয়েছিল তেমনই অন্য মুমুক্ষুদের-ও তিনি কেবল দু'ঘন্টাতেই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন। একে অক্রম মার্গ বলে। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের আর ক্রম মানে সিঁড়ির পরে সিঁড়ি - ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফট্-মার্গ, সংক্ষিপ্ত রাস্তা।

উনি স্বয়ংই 'দাদা ভগবান'কে? এই রহস্য জানাতেন। উনি বলতেন "যাকে আপনারা দেখছেন তিনি দাদা ভগবান নন। তিনি তো এ.এম.প্যাটেল; আমি জ্ঞানী পুরুষ আর আমার ভিতর যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যেই আছেন; আপনার মধ্যে অব্যক্তরূপে আছেন, আর আমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত অবস্থায় আছেন। 'দাদা ভগবান'কে আমিও নমস্কার করি।"

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিঙ্ক

'আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তারপরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই? পরের লোকেদের রাস্তা প্রয়োজন আছে কি না?

--দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রাম-শহরে, দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমূক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবেহন আমিন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহত্যাগের পর নীরুমা একইভাবে মুমূক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধিপ্রদান করেছিলেন। নীরুমা-র উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমূক্ষুদের আত্মজ্ঞান করাতেন যা নীরুমা-র দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমূক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব নিয়ে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী প্রমাণিত হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ-এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

সম্পাদকীয়

ক্রোধ একটি দুর্বলতা, কিন্তু লোক একে বাহাদুরি মনে করে। ক্রোধ যে করে তার চেয়ে যে ক্রোধ করে না তার প্রভাব কিছু অন্য রকমেরই হয়!

সাধারণতঃ যখন আমার ধারণা অনুযায়ী কিছু না হয়, আমার কথা অন্যজন বুঝতে না পারে, ডিফারেন্স অফ ভিউপয়েন্ট হয়, তখন ক্রোধ হয়ে যায়। প্রায় আমার সাথে হোলে তো কেউ আমাদের কে মিথ্যা বললে ক্রোধ হয়ে যায়। কিন্তু আমি ঠিক, সেটা তো আমার দৃষ্টিবিন্দু থেকে, নয় কি? অন্যজনও নিজের দৃষ্টিতে নিজেকে ঠিকই মনে করবে, তাই না? অনেক সময়ে বোধশক্তি কাজ করে না, সামনে কিছু দেখা না পেলে কি করা উচিত তা বোঝা যায় না। তখন ক্রোধ হয়ে যায়।

যখন অপমান হয় তখন ক্রোধ হয়ে যায়, যখন লোকসান হয় তখন ক্রোধ হয়ে যায়। এইভাবে মান-এর রক্ষণের জন্য, লোভের রক্ষণের জন্য ক্রোধ হয়ে যায়। সেখানে মান আর লোভ-এর দুর্বলতা থেকে মুক্ত হওয়ার জাগৃতিতে আসা জরুরী। চাকর চায়ের কাপ ভেঙে ফেললে তখন ক্রোধ হয়ে যায় কিন্তু জামাইয়ের হাতে ভাঙলে তখন? সেখানে ক্রোধ কেমন করে কন্ট্রোলে থাকে! অর্থাৎ বিলীফ-এর উপরেই আধারিত, নয় কি?

কেউ আমার লোকসান করে অথবা অপমান করে তো তা আমারই কর্মের ফল, যে করেছে সে নিমিত্তমাত্র, এই বোধ ফিট হয়ে গেলে তবেই ক্রোধ যাবে।

যেখানে-যেখানে আর যখন যখন ক্রোধ আসে, তখন তখন তা টুকে নিতে হবে আর তার উপর জাগৃতি রাখতে হবে। আর আমার ক্রোধের কারণে যার দুঃখ হয়েছে তার প্রতিক্রমণ করতে হবে, পশ্চাতাপ করতে হবে এবং আর এরকম না করার দৃঢ় নিশ্চয় করতে হবে। কেননা যার উপর ক্রোধ হয়েছে তার দুঃখ হবে এবং বৈরীভাব উৎপন্ন হবে। তাতে সামনের জন্মে আবার তার সাথে মিলতে হবে।

মা-বাপ নিজের সন্তানের প্রতি আর গুরু নিজের শিষ্যের প্রতি ক্রোধ করলে তাতে পূণ্যলাভ হয় কারণ এর পিছনে উদ্দেশ্য, তার ভাল করার জন্য, শোধরানোর জন্য। স্বার্থের জন্যে হলে তাতে পাপ-বন্ধন হবে। বীতরাগদের বোধের সূক্ষ্মতা তো দ্যাখো!!

প্রস্তুত পুস্তকে ক্রোধ, যা খুব হয়রান করা প্রকট কষায়, তার সম্বন্ধে সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে সংকলিত করে প্রকাশ করা হয়েছে যা বিচক্ষণ পাঠককে ক্রোধ থেকে মুক্ত হতে সম্পূর্ণ সহায়ক হবে, এই কামনা।

-ডঃ নীরুবেহন অমীন

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত হিন্দী পুস্তকসমূহ

১. জ্ঞানীপুরুষ কি পহেচান
২. সর্ব দুঃখোঁ সে মুক্তি
৩. কর্ম কে সিদ্ধান্ত
৪. আত্মবোধ
৫. ম্যাঁয় কৌন হুঁ?
৬. বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী
৭. ভুগতে উসি কি ভুল
৮. অ্যাডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৯. টকরাও টালিয়ে
১০. হুয়া সো ন্যায়
১১. চিন্তা
১২. ক্রোধ
১৩. প্রতিক্রমণ
১৪. দাদা ভগবান কৌন?
১৫. প্যায়সোঁ কা ব্যবহার
১৬. অন্তঃকরণ কা স্বরূপ
১৭. জগৎ কর্তা কৌন?
১৮. ত্রিমন্ত্র
১৯. ভাবনা সে সুধরে জন্মোজন্ম
২০. মাতা-পিতা ঐর বচ্চোঁ কা ব্যবহার
২১. প্রেম
২২. সমঝ সে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (সংক্ষিপ্ত)
২৩. দান
২৪. মানব ধর্ম
২৫. সেবা-পরোপকার
২৬. মৃত্যু সময়, পহেলে ঔর পশ্চাৎ
২৭. নিজদোষ দর্শন সে...নির্দোষ
২৮. পতি-পত্নী কা দিব্য ব্যবহার
২৯. ক্লেশ রহিত জীবন
৩০. গুরু-শিষ্য
৩১. অহিংসা
৩২. সত্য-অসত্য কে রহস্য
৩৩. চমৎকার
৩৪. পাপ-পুণ্য
৩৫. বাণী, ব্যবহার মে...
৩৬. কর্ম কে বিজ্ঞান
৩৭. আপ্তবাণী ১
৩৮. আপ্তবাণী ২
৩৯. আপ্তবাণী ৩
৪০. আপ্তবাণী ৪
৪১. আপ্তবাণী ৫
৪২. আপ্তবাণী ৬
৪৩. আপ্তবাণী ৭
৪৪. আপ্তবাণী ৮
৪৫. আপ্তবাণী ১৩ (পুর্বার্ধ)
৪৬. সমঝ সে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (পুর্বার্ধ)
৪৭. সমঝ সে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (উত্তরার্ধ)

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাতী ভাষাতেও ৫৫টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org থেকেও এই পুস্তক প্রাপ্ত করা যায়।

*দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা ''দাদাবাণী'' মাসিক পত্রিকা হিন্দী, গুজরাতী এবং ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়।

ক্রোধ

কে মানে, 'আমি মিথ্যা?'

প্রশ্নকর্তা ঃ আমি ঠিক কিন্তু তবুও কেউ যদি আমাকে ভুল প্রতিপন্ন করে তো ভিতরে তার উপর ক্রোধ হয়ে যায়। তাহলে এই ক্রোধ জলদি না আসে তার জন্যে কি করব?

দাদাশ্রী ঃ হ্যাঁ, কিন্তু তুমি ঠিক হবে, তবেই না? তুমি কি বাস্তবিকই ঠিক? তুমি যে ঠিক এটা তুমি কি করে জানলে?

প্রশ্নকর্তা ঃ আমাকে আমার আত্মা বলে যে আমি ঠিক।

দাদাশ্রী ঃ এ তো তুমি নিজেই জজ্, নিজেই উকিল আর নিজেই আসামী, তাহলে তো তুমি ঠিকই হবে, না? তুমি তো কখনই ভুল হবে না। অন্যজনেরও এইরকমই মনে হয় যে আমি-ই ঠিক। বুঝতে পারছো?

এ সমস্ত-ই হল দুর্বলতা

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু আমার এটাই জিজ্ঞাসা করার ছিল যে অন্যায়ের প্রতি বিরক্তি হয়, সেটা তো ভালই না? কোন কিছুতে স্পষ্টভাবে অন্যায় আমার নজরে এলে তখন যে ক্রোধ হয়, তা কী উচিৎ?

দাদাশ্রী ঃ এই ক্রোধ আর বিরক্তি, এ সব-ই দুর্বলতা, শুধুই উইকনেস্। সমস্ত জগতেরই এই দুর্বলতা আছে। কেউ তোমাকে ধমকালে তুমি উগ্র হয়ে যাও না?

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ, হয়ে যাই।

দাদাশ্রী ঃ তাহলে সেটা দুর্বলতা বলবে না বাহাদুরী বলবে?

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু কোন জায়গায় তো ক্রোধ হওয়াই দরকার!

দাদাশ্রী ঃ না, না। ক্রোধ তো নিজেই এক দুর্বলতা। কোথাও কোন জায়গায় ক্রোধ হওয়া উচিৎ, এটা তো সংসারী কথা। এ তো নিজের ক্রোধ

যায় না, সেইজন্যে বলে ক্রোধ হওয়াই দরকার।

মন-ও বিগড়ায় না, সেই বলবান

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে কেউ যদি আমায় অপমান করে আর আমি চুপ করে বসে থাকি তো সেটাকে নির্বলতা বলবে না?

দাদাশ্রী ঃ না, ওহোহো! অপমান সহ্য করা, তাকে তো মহান বলশালী বলবে! এখন আমাকে কেউ গালি দিলে আমার কিছুই হবে না। তার প্রতি মন-ও খারাপ হবে না, এটাই বলবত্তা। আর নির্বলতা তো এরা সবাই কিচ্-কিচ্ করতেই থাকে না, জীবমাত্র লড়াই-ঝগড়া করতেই থাকে, এসবই নির্বলতা বলা হবে। অর্থাৎ অপমান শান্তভাবে সহ্য করা, তা বিরাট বাহাদুরী আর এরকম অপমান একবার পেরিয়ে যেতে পারলে, একটা স্টেপ ডিঙিয়ে যেতে পারলে একশোটা স্টেপ ডিঙিয়ে যাওয়ার শক্তি এসে যায়। কথাটা বুঝতে পারলে তো? কেউ যদি বলবান হয় তো তার সামনে জীবমাত্র নির্বল হয়েই যায়, ওটা তো তার স্বাভাবিক গুণ। কিন্তু যদি নির্বল মানুষ আমাকে বিরক্ত করে আর তবুও যদি আমি তার কিছু না করি তাহলে তাকে বাহাদুরী বলা হবে।

বাস্তবে তো নির্বলকে রক্ষা করা উচিৎ আর বলবানের মোকাবিলা করা উচিৎ, কিন্তু এই কলিযুগে এরকম মানুষ আর কোথায়! এখন তো নির্বলকেই মারতে থাকে আর বলবানের থেকে পালায়। খুব কম লোক এরকম আছে যারা নির্বলের রক্ষা করে আর বলবানের প্রতিকার করে। এরকম যদি হয় তো তাকে যোদ্ধা বলে। নয়তো সারা সংসার কমজোরকেই মারতে থাকে। ঘরে গিয়ে লোক স্ত্রীর উপর বাহাদুরী দেখায়। খুঁটিতে বাঁধা গরুকে মারলে সে কোথায় যাবে? আর খুলে রেখে মারে তো? পালিয়ে যাবে অথবা মোকাবিলা করবে।

নিজের শক্তি থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি অন্যকে উত্যক্ত না করে, নিজের শত্রুকেও উত্যক্ত না করে, তাকে বাহাদুরী বলে। এখন কেউ যদি তোমার উপর ক্রোধ করে আর তুমিও তার উপর ক্রোধ করো তো তাকে ভীতু বলবে না কি? অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি এই ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ এ

সমস্তই নির্বলতা। যে বলবান তার ক্রোধ করার প্রয়োজন কোথায়? এ তো ক্রোধের যে উত্তাপ আছে সেই উত্তাপ দিয়ে সামনের জনকে বশ করতে যায়, কিন্তু যার ক্রোধ নেই তার কাছেও তো কিছু থাকবে কি না? তার কাছে 'শীল' নামের যে চরিত্র আছে তাতে জানোয়ার-ও বশীভূত হয়। বাঘ, সিংহ, সমস্ত শত্রু সব বশে এসে যায়!

ক্রোধী তো অবলা-ই

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু দাদাজী, যদি কোন ব্যক্তি আমার সামনে গরম হয়ে যায় তখন কি করা উচিৎ?

দাদাশ্রী ঃ গরম তো হয়েই যাবে! ওর হাতে মোটেই নেই। ভিতরের যন্ত্রপাতি ওর বশে নেই। এ তো যেমন-তেমন করে ভিতরের মেশিনারী চলতে থাকে। যদি নিজের বশে হতো তাহলে গরম হতেই দিত না! একটুও গরম হওয়া মানে গাধা হয়ে যাওয়া, মানুষ হয়েও গাধা! কিন্তু এরকম তো কেউ করবেই না। যেখানে নিজের বশে নেই সেখানে আর কি হবে?

এই সংসারে কখনও ক্রোধ হওয়ার কোন কারনই নেই। কেউ যদি বলে যে, 'এই ছেলেটা আমার কথা শোনে না।' তাহলেও ক্রোধ হওয়ার কোন কারণই নেই। ওখানে তোমাকে শান্ত ভাবে কাজ করে নিতে হবে। এ তো তুমিই নির্বল সেইজন্যে গরম হয়ে যাও। আর গরম হয়ে যাওয়াকে ভয়ঙ্কর নির্বলতা বলে। মানে, যখন নির্বলতা অনেক বেশী থাকে তখনই গরম হয়ে যায়। অতএব যে গরম হয়ে যায় তার উপর তো দয়া হওয়া উচিৎ যে এই বেচারার ক্রোধের উপর একদম নিয়ন্ত্রন নেই। যার নিজের স্বভাবের উপর কন্ট্রোল নেই, তার উপর দয়া করাই উচিৎ।

গরম হওয়া মানে কি? প্রথমে নিজে জ্বলা আর পরে সামনের জনকে জ্বালানো। এই দেশলাই ঘষলে প্রথমে নিজে ভড়-ভড় করে জ্বলে আর তারপরে সামনের জনকে জ্বালায়। অর্থাৎ গরম হওয়া নিজের অধীন হলে কেউ গরম হতো-ই না! জ্বলন কার ভাল লাগে? যদি কেউ এরকম বলে যে, 'সংসারে কখনও-কখনও ক্রোধ করা দরকার হয়ে পড়ে', তাহলে আমি

বলবো 'না, এরকম কোন কারণ নেই যে যেখানে ক্রোধ করা দরকার।' ক্রোধ তো নির্বলতা, সেইজন্যে হয়ে যায়। সেইজন্যে ভগবান ক্রোধীকে 'অবলা' বলেছেন। পুরুষ কাকে বলবে? ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ প্রভৃতি নির্বলতা যার মধ্যে নেই, তাঁকে ভগবান 'পুরুষ' বলেছেন। অর্থাৎ এই যে সমস্ত পুরুষ নজরে আসে তাদেরকেও 'অবলা' বলেছেন, কিন্তু এদের লজ্জা হয় না; এ তো ভালো, নয়তো 'অবলা' বললে লজ্জিত হয়ে যেত না! কিন্তু এদের তো কোন বোধ-ই নেই। কতটা বোধ আছে? স্নান করার জল রাখলে স্নান করে নেবে। খাওয়া, শোয়া, স্নান করা এই সমস্ত বোধ আছে, কিন্তু অন্য কোন কিছুর বোধ নেই। মনুষ্যত্বের বিশেষ বোধ যাকে বলা হয়, যে ইনি 'ভদ্রলোক বলে,। পুরুষ'; এরকম ভদ্রলোক লোকে দেখতে পায় তার বোধ নেই।

ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ, এরা তো প্রকট দুর্বলতা আর খুব ক্রোধ হয়ে গেলে নিজের হাত-পা এভাবে কাঁপতে দেখ নি?

প্রশ্নকর্তা ঃ শরীর-ও বারণ করে যে তোমার ক্রোধ করা উচিৎ নয়।

দাদাশ্রী ঃ হ্যাঁ, শরীর-ও বারণ করে যে 'এ শোভা দেয় না।' অর্থাৎ ক্রোধ কত বড় দুর্বলতা বলা যায়! এইজন্য তোমার ক্রোধ করা উচিৎ নয়।

প্রভাব পড়ে, দুর্বলতা না থাকলে

প্রশ্নকর্তা ঃ কোন লোক একটা ছোট বাচ্চাকে খুব মারছে আর আমি সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছি, তখন ওকে এরকম করতে বারণ করলেও যদি না শোনে তো শেষে ওকে ধমক দিয়ে বা ক্রোধ করে বাধা দেওয়া উচিৎ কি না?

দাদাশ্রী ঃ ক্রোধ করলেও ও না মেরে থাকবে না। আরে, তোমাকেও মারবে! তবুও তুমি ওর উপর ক্রোধ কেন করছো? ওকে শান্তভাবে বলো, ব্যবহারিক কথাবার্তা বলো। নয়তো ওর উপর ক্রোধ করলে সেটা তো উইক্‌নেস্‌!

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে বাচ্চাকে মারতে দেব?

দাদাশ্রী ঃ না, ওখানে গিয়ে তুমি বলো যে, 'ভাই, তুমি এরকম কেন

করছো? এই বাচ্চা তোমার কি ক্ষতি করছে?' এইভাবে ওকে বুঝিয়ে কথা বলতে পার। তুমি ওর উপর ক্রোধ করলে সে তো তোমার দুর্বলতা। প্রথমতঃ নিজের মধ্যে দুর্বলতা থাকা চলবে না। যার মধ্যে দুর্বলতা নেই তার প্রভাব পড়বেই! উনি তো এমনি, সাধারণভাবেও যদি বলেন, তো সবাই মেনে নেবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ না-ও মানতে পারে।

দাদাশ্রী ঃ না মানার কারণ কি? তোমার প্রভাব পড়ে না। অর্থাৎ দুর্বল হওয়া উচিৎ নয়, চরিত্রবান হওয়া চাই। 'মেন অফ পারসোন্যালিটি' হওয়া দরকার। লাখ গুন্ডা ওনাকে দেখলেই পালিয়ে যাবে। বিরক্ত মানুষ কাছ থেকে তো কেউ পালায় না, বরং মারবেও। সংসার তো কমজোরকেই মারতে থাকে না!!

অর্থাৎ মেন অফ পারসন্যালিটি হওয়া চাই। পারসন্যালিটি কখন আসে? বিজ্ঞান জানলে পারসন্যালিটি আসে। এই জগতে যা ভুলে যায় তা (রিলেটিভ) জ্ঞান আর যা কখনও ভোলা যায় না, তা বিজ্ঞান!

গরমের থেকেও ভারী হিম

হিমবর্ষা যে হয় তা কি তুমি জান? এখন হিম তো খুব-ই ঠান্ডা হয় না কি? ওই হিম থেকে গাছ জ্বলে যায়, তুলো-ঘাস সব-ই জ্বলে যায়, এটা তুমি জান কি? ওই ঠান্ডাতে কেন জ্বলে যায়?

প্রশ্নকর্তা ঃ 'ওভার লিমিট' ঠান্ডার কারণে।

দাদাশ্রী ঃ হ্যাঁ, যদি তুমি ঠান্ডা থাক তো এইরকম 'শীল' উৎপন্ন হবে।

যেখানে ক্রোধ বন্ধ, সেখানে প্রতাপ

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু দাদাজী, দরকারের চেয়ে বেশী ঠান্ডা হওয়াতো এক ধরনের দুর্বলতা, নয় কি?

দাদাশ্রী ঃ প্রয়োজনের চেয়ে বেশী ঠান্ডা হওয়ার দরকার-ই নেই। আমাকে তো লিমিট-এর মধ্যে থাকতে হবে, তাকে 'নর্মালিটী' বলে। বিলো

নর্মাল ইজ্ দ্য ফিভার, অ্যাবাভ নর্মাল ইজ্ দ্য ফিভার, নাইন্টী এইট ইজ্ দ্য নর্মাল। অর্থাৎ আমার নর্মালিটী-ই চাই।

ক্রোধীর পরিবর্তে যে ক্রোধ করে না তাকে লোক বেশী ভয় পায়। এর কারণ কি? ক্রোধ বন্ধ হয়ে গেলে প্রতাপ উৎপন্ন হয়, প্রকৃতির এইরকম-ই নিয়ম! নয়তো ওকে রক্ষণ দেওয়ার কাউকে পাওয়াই যাবে না! ক্রোধ তো রক্ষণ ছিল, অজ্ঞানতায় ক্রোধ দ্বারা রক্ষণ হচ্ছিল।

বদ্‌মেজাজী লোকের জায়গা শেষে

প্রশ্নকর্তা ঃ সাত্ত্বিক বিরক্তি অথবা সাত্ত্বিক ক্রোধ কি ভাল, না ভাল নয়?

দাদাশ্রী ঃ লোকেরা ওকে কি বলবে? এই বাচ্চা-ও ওকে বলবে যে, ‘এ তো চিড়চিড়-ই করে।’ বিরক্তি মূর্খতা, ফুলিশনেস! বিরক্ত হওয়াকে দুর্বলতা বলে। বাচ্চাদের যদি জিজ্ঞাসা করো যে, ‘তোমার বাবা কিরকম?’ তখন তারাও বলবে, ‘উনি তো খুবই চিড়চিড় করেন।’ বলো, এখন আবরু বাড়লো না কমলো? এরকম দুর্বলতা হওয়া উচিৎ নয়। অর্থাৎ যেখানে সাত্ত্বিকতা থাকবে, সেখানে দুর্বলতা থাকবে না।

ঘরে ছোট বাচ্চাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ‘তোমার বাড়ীতে প্রথম নম্বর কার?’ তখন সে খুঁজে বার করবে যে আমার ঠাকুমা বিরক্ত হন না; এইজন্য উনি সবথেকে ভালো আর ওনার নম্বরই প্রথমে আসবে। এরকম দ্বিতীয়, তৃতীয় করতে করতে বাবার নম্বর একদম শেষে আসে! এরকম কেন? কারণ উনি বিরক্ত হন। চিড়-চিড়ে স্বভাবের, সেইজন্য। আমি বলি, ‘বাবা রোজগার করে খরচা করেন, তবুও ওনার নম্বর শেষে?’ তখন ও ‘হ্যাঁ’ বলে। এবার বলো, পরিশ্রম করো, খাওয়াও, পয়সা এনে দাও, তবুও শেষ নম্বর তোমারই আসে, না?

ক্রোধ মানে অন্ধত্ব

প্রশ্নকর্তা ঃ সাধারণভাবে মানুষের ক্রোধ হওয়ার মুখ্য কারণ কি হতে

পারে?

দাদাশ্রী ঃ দেখতে পায় না, সেইজন্যে! মানুষ দেওয়ালে কখন ধাক্কা খায়? যখন সে দেওয়াল দেখতে পায় না তখন ধাক্কা মারে, নয় কি? এইভাবেই যখন অন্তরে দেখা বন্ধ হয়ে যায়, তখন মানুষের ক্রোধ হয়। সামনে রাস্তা খুঁজে পায় না, তাই ক্রোধ হয়ে যায়।

বোধ কাজ করে না, তখন ক্রোধ

ক্রোধ কখন আসে? বলা হয়, 'দর্শন বন্ধ হয়ে গেলে জ্ঞান-ও বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন ক্রোধ উৎপন্ন হয়।' মান-ও এইরকম। দর্শন বন্ধ হয়ে গেলে জ্ঞান-এ বাধা আসে, তখন মান উৎপন্ন হয়।

প্রশ্নকর্তা ঃ উদাহরণ দিয়ে বোঝালে বেশী সহজ হবে।

দাদাশ্রী ঃ লোকে বলে না যে 'কি খুব রেগে গেছ?' তখন বলে, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না, সেইজন্যে রাগ হয়ে যাচ্ছে।' যখন কিছু বুঝতে পারে না, তখন মানুষ রেগে যায়। যার বোধ কাজ করছে সে কি ক্রোধ করবে? ক্রোধ করলে সেই ক্রোধ প্রথম পুরস্কার কাকে দেয়? যেখান থেকে উৎপন্ন হয়েছে ওখানে প্রথমে নিজেকে জ্বালায়, পরে অন্যকে জ্বালায়।

ক্রোধাগ্নি জ্বালায় স্ব-পর কে

ক্রোধ মানে স্বয়ং নিজের ঘরে আগুন লাগানো। নিজের ঘরে ঘাস ভর্তি হয়ে আছে আর তাতে দেশলাই জ্বালায়, তার নাম ক্রোধ। অর্থাৎ প্রথমে নিজে জ্বলে আর পরে প্রতিবেশীকে জ্বালায়। ঘাসের বড়-বড় গাঁটরি কারো ক্ষেতে একত্র করে রাখা আছে, কিন্তু মাত্র একটা দেশলাই জ্বালালে কি হবে?

প্রশ্নকর্তা ঃ জ্বলে যাবে।

দাদাশ্রী ঃ সেইভাবেই একবার ক্রোধ করলে দু'বছরে যা উপার্জন করেছো তা মাটিতে মিশে যাবে। ক্রোধ মানে প্রকট অগ্নি। ও নিজেও বুঝতে পারে না যে আমি মাটিতে মিশিয়ে দিলাম। কারণ বাহ্য বস্তুর কোন অভাব

হয় না কিন্তু অন্তরে সব শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী জন্মের যা কিছু প্রস্তুতি ছিল তার থেকে কিছু খরচ হয়ে যায়। আর বেশী খরচ হয়ে গেলে কি হবে? এখানে মানুষ হয়ে রুটি খেতো আর ওখানে (জানোয়ার হয়ে) ঘাস খেতে হবে। এই রুটি ছেড়ে ঘাস খেতে যাওয়া, সেটা কি ভালো বলবে?

সারাজগতে কোন মানুষ ক্রোধকে জয় করতে পারবে না। ক্রোধের দুই রূপ, এক কঢ়াপা (জ্বলন) আর দ্বিতীয় অজম্পা (অশান্তি রূপে)। যে সমস্ত লোক ক্রোধকে জয় করে তারা কঢ়াপাকে জয় করে। এতে এরকম হয় যে একদিকে চেপে রাখতে গেলে অন্যদিক বাড়ে আর বলে 'আমি ক্রোধকে জয় করেছি', তো তখন মান বাড়ে। বাস্তবিক তো ক্রোধকে সম্পূর্ণ জেতা যায় না। দৃশ্য (যে ক্রোধ দেখা যায়) ক্রোধকে জয় করেছি, এরকম বলা যায়।

তন্ত (রেশ), সেটাই ক্রোধ

যে ক্রোধে তন্ত (সূত্র বা রেশ থেকে যাওয়া) থাকে, তাকেই ক্রোধ বলে। উদাহরণস্বরূপ, স্বামী-স্ত্রী রাতে খুব ঝগড়া করল, ক্রোধাগ্নি ধকধক করে জ্বলল, সারা রাত দুজনে জেগে শুয়ে থাকল। সকালে স্ত্রী চায়ের কাপ ঠক্ করে রাখল, স্বামী বুঝে যাবে এখনও তন্ত আছে! এটাই ক্রোধ। এখন এই তন্ত যতটুকু সময়ের জন্যে হোক না কেন! আরে, কোন কোন লোকের তো সারাজীবন থেকে যায়! বাবা ছেলের মুখ দেখে না আর ছেলেও বাবার মুখ দেখে না! ক্রোধের তন্ত তো মুখের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

তন্ত তো এমনই একটা জিনিষ যে পনেরো বছর আগে কেউ তোমাকে অপমান করেছে আর ওই ব্যক্তির সাথে পনেরো বছর তোমার দেখা হয় নি কিন্তু আজ তার সাথে দেখা হতেই সব মনে পড়ে গেল, ওটাই তন্ত। আর তন্ত কারোর-ই যায় না। বড়-বড় সাধু-মহারাজও তন্তওয়ালাই হন। রাতে যদি কিছু হাসি-ঠাট্টা করেছ তো পনেরো দিন তোমার সাথে কথা বলবে না, এমনই তন্ত!

পার্থক্য, ক্রোধ আর গুস্সায় (রাগ)

প্রশ্নকর্তা ঃ দাদাজী, ক্রোধ আর গুস্সা (রাগ), এর মধ্যে পার্থক্য কি?

দাদাশ্রী ঃ ক্রোধ তাকেই বলে যা অহংকারের সাথে হয়। রাগ আর অহংকার দুই-ই একসাথে থাকলে ক্রোধ বলে। আর ছেলের প্রতি বাবা রাগ করে, তাকে ক্রোধ বলে না। ওই ক্রোধে অহংকার থাকে না তাই তাকে রাগ বলে। তখন ভগবান বলেন, 'এ রাগ করছে কিন্তু তবুও ওর পুণ্য জমা করো।' তখন যদি বলা হয়, 'এ রাগ করছে, তবুও?' তখন বলবেন, 'ক্রোধ করলে পাপ, রাগে পাপ নেই।' ক্রোধে অহংকার মিশে থাকে আর যখন তোমার রাগ হয় তখন ভিতরে খারাপ লাগে না কি?

ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ দু'রকমের হয়।

এক ধরনের ক্রোধ যার মোড় ফেরানো সম্ভব-নিবার্য। কারোর উপর ক্রোধ হলে ভিতরে ভিতরেই তার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া যায় আর শান্ত করে দেওয়া যায়, এইভাবে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া যায় এরকম ক্রোধ। এই স্টেজ পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারলে ব্যবহার খুব সুন্দর হয়ে যায়!

দ্বিতীয় প্রকার ক্রোধ হল যার মোড় ফেরানো যায় না-অনিবার্য। অনেক চেষ্টা করলেও পটকা না ফেটে ছাড়বে না! ওর মোড় ফেরানো যায় না এরকম, অনিবার্য ক্রোধ। এমন ক্রোধ নিজেরও ক্ষতি করে আর অন্যের ক্ষতি করে।

ভগবান সাধুদের জন্যে আর চরিত্রবান লোকেদের জন্য কতদুর পর্য্যন্ত ক্রোধকে মেনে নিয়েছেন? যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যের দুঃখদায়ী না হয় ততটা ক্রোধ ভগবান মেনে নিয়েছেন। আমার ক্রোধ শুধু আমাকেই দুঃখ দেয় কিন্তু অন্য কারোর দুঃখদায়ী হয় না ততটা ক্রোধ মেনে নিয়েছেন।

যে জানে তাঁকে চেনো

প্রশ্নকর্তা ঃ আমরা সবাই জানি যে ক্রোধ করা ভুল, কিন্তু তবুও...

দাদাশ্রী ঃ ব্যাপার এই, যে ক্রোধী সে জানে না, লোভী যে সে জানে না, যে মানী সেও জানে না, যে জানে সে আলাদাই। আর এই সব লোকেরা

মনে করে যে, ‘আমি জানি’ তবু কেন হয়ে যায়? এখন ‘জানি’ একথা কে বলেছে? সেটা জানে না। ‘কে জানে’ তা জানে না, আর এটাই খুঁজতে হবে। ‘যে জানে’ তাকে খুঁজে বার করো তাহলে সব চলবে। জানেই না, জানা তো তাকেই বলে যে চলেই যায়, দাঁড়িয়ে থাকে না।

সম্যক উপায় একবার জেনে নাও

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা জানার পরও ক্রোধ হয়ে যায়, তার উপায় কি?

দাদাশ্রী ঃ কে জানে? জানার পরে তো ক্রোধ হবেই না। ক্রোধ হয় মানে জানে-ই না, শুধু অহংকার করে যে ‘আমি জানি’।

প্রশ্নকর্তা ঃ ক্রোধ হয়ে যাওয়ার পর খেয়াল আসে যে আমার ক্রোধ করা উচিৎ হয়নি।

দাদাশ্রী ঃ না, কিন্তু জানার পরে ক্রোধ হয় না। যদি এখানে দুটো বোতল রাখা হয় আর কেউ বুঝিয়ে দেয় যে একটা বোতলে ওষুধ আর অন্য বোতলে পয়জন (বিষ) আছে। দুটো এক-ই রকম দেখতে, কিন্তু এতে ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে তো বুঝতে হবে এ জানতোই না। ভুল-ত্রুটি না হলে বলতে পারি যে জানতো, কিন্তু ভুলত্রুটি হয়েছে মানে একথা তো পরিষ্কার হয়ে গেল যে ও জানতো না। সেইরকমই যখন ক্রোধ হয় তখন কিছু জানে না অথচ জানার অহংকার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আলোতে কখনও ঠোক্কর লাগে কি? এইজন্যে যতক্ষণ ঠোক্কর লাগে ততক্ষণ জানেই নি। এ তো অন্ধকারকেই আলো বলে, সেটাই আমাদের ভুল। অতএব একবার সৎসঙ্গে বসে ‘জানো’, তারপর ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ সব চলে যাবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু ক্রোধ তো সবার হয়েই যায়, না!

দাদাশ্রী ঃ এই ভাইকে জিজ্ঞাসা করো, ও তো অস্বীকার করছে।

প্রশ্নকর্তা ঃ সৎসঙ্গে আসার পর তো ক্রোধ হয় না!

দাদাশ্রী ঃ তাই? উনি কি ওষুধ নিয়েছেন? দ্বেষ-এর মূল শেষ হয়ে যায়, এরকম ওষুধ নিয়েছিল।

বুঝে চলো

প্রশ্নকর্তা ঃ আমার এক নিকট আত্মীয় আছে যার উপর আমি ক্রোধিত হয়ে যাই। ও হয়তো ওর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ঠিক কিন্তু আমি নিজের দৃষ্টি থেকে ক্রোধিত হয়ে যাই। কি কারণে ক্রোধিত হয়ে যাই?

দাদাশ্রী ঃ তুমি আসছো আর এই বাড়ী থেকে একটা পাথর তোমার মাথায় পড়লো আর রক্তপাত হল, তো সেই সময় খুব ক্রোধ করবে?

প্রশ্নকর্তা ঃ না, ও তো হয়ে গেছে।

দাদাশ্রী ঃ না, কিন্তু ওখানে ক্রোধ কেন করো না? মানে যদি নিজে কাউকে না দেখে থাকো তো ক্রোধ কি করে হবে?

প্রশ্নকর্তা ঃ কেউ জেনে-বুঝে মারে নি।

দাদাশ্রী ঃ আর এখন বাইরে যাও আর কোন ছেলে যদি পাথর ছোঁড়ে, সেটা লেগে যায় আর রক্ত বেরোতে থাকে, তো তার উপর ক্রোধ করো - সেটা কেন? 'ও আমাকে পাথর মেরেছে তাই রক্ত বেরিয়েছে' এইজন্যে ক্রোধ করো যে, 'তুই কেন মারলি?' আর যখন পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে পড়া পাথর এসে লাগে আর মাথা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে, তো দ্যাখে কিন্তু ক্রোধ করে না।

ওর এরকম মনে হয় যে এ-ই করছে। কোন লোক জেনে-বুঝে মারতেই পারে না। অর্থাৎ পাহাড়ের উপর থেকে পাথর পড়া আর এই ব্যক্তির পাথর ছোঁড়া, দু'টো একইরকম। কিন্তু ভ্রান্তি থেকে এরকম মনে হয় যে এ-ই করছে। এই ওয়ার্লডে কোন মানুষের মলত্যাগ করারও শক্তি নেই।

যদি আমি বুঝতে পারি যে কেউ জেনে-শুনে মারে নি, তো সেখানে ক্রোধ করি না। আবার বলে, 'আমার ক্রোধ হয়ে যায়, আমার স্বভাব ক্রোধী।' মুয়া (মরণশীল, দাদাশ্রীর ভাষায়), স্বভাব থেকে ক্রোধ হয় না। ওখানে পুলিশদের সামনে হয় না কেন? পুলিশরা বকাবকি করলে কেন ক্রোধ হয়না? স্ত্রীর উপর রাগ হয়, বাচ্চাদের উপর ক্রোধ হয়, পড়শীর উপর, 'আন্ডারহ্যান্ড' (অধীনস্থ)-এর উপর ক্রোধ হয়, কিন্তু 'বস' (উপরওয়ালা)

-র প্রতি হয় না কেন? এ তো স্বভাব থেকে মানুষের ক্রোধ হয় না। এখানে তো ও নিজের খেয়ালখুশী মতো করতে থাকে।

প্রশ্নকর্তা ঃ কি করে কন্ট্রোল করব?

দাদাশ্রী ঃ বোধ থেকে। এরা যে তোমার সামনে আসে তারা তো নিমিত্তমাত্র আর তোমার কর্মেরই ফল দেয়। ও নিমিত্ত হয়ে গেছে। এখন এটা বুঝে নিতে পারলে তবেই ক্রোধ কন্ট্রোলে আসবে। যখন পাথর পাহাড় থেকে পড়ছে, এরকম দেখেছে তখন ক্রোধ কন্ট্রোলে এসে যায়। তো এতেও বুঝে নিতে হবে যে, 'ভাই, এরা সব পাহাড়েরই মত।

রাস্তায় কোন গাড়ীওয়ালা যখন ভুল রাস্তা দিয়ে তোমার সামনে চলে আসে, তখনও তো লড়াই করতে যাও না, নয় কি? ক্রোধ করো না তো? কেন? তুমি ধাক্কা মেরে ওকে ভেঙে দাও কি? না? তো ওখানে কেন করো না? ওখানে বুঝে যাও যে আমি মরে যাব। আরে ভাই, ওর চেয়ে বেশী তো এখানে ক্রোধ করলে মারা যাও, কিন্তু এই ছবি নজরে আসে না আর ওটা খোলাখুলি দেখা যায়, এইটুকুই পার্থক্য। ওখানে রাস্তায় তো মারামারি করো না? ক্রোধ করো না। সামনের লোকের ভুল সত্ত্বেও?

প্রশ্নকর্তা ঃ না।

দাদাশ্রী ঃ ওইরকমই জীবনেও বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

পরিণাম তো কজেজ্ (কারণ) বদলালেই বদলাবে

এক ভাই আমাকে বললো যে, 'অনন্ত জন্ম থেকে তো ক্রোধ দূর করেই যাচ্ছি, তবুও তা শেষ হয় না কেন?' আমি বললাম, 'তুমি ক্রোধকে দূর করার উপায় জানো না বোধহয়।' তখন সে বললো, 'ক্রোধ দূর করার উপায় তো শাস্ত্রে লেখা আছে, সে সবই করি, তাও তো ক্রোধ যায় না।' আমি বললাম, 'সম্যক উপায় হওয়া চাই।' তখন সে বললো, 'সম্যক উপায় তো অনেক পড়েছি, কিন্তু তার কিছুই কাজে আসে নি।' আমি আবার বললাম, 'ক্রোধকে বন্ধ করার উপায় খোঁজা মূর্খতা, কেননা ক্রোধ তো পরিণাম (result)। যেমন ধরো তুমি পরীক্ষা দিয়েছো আর তার রেজাল্ট্

এসেছে। এখন যদি তুমি রেজাল্ট্‌কে শেষ করার চেষ্টা করো, এটা সেরকম কথা হল। এই যে রেজাল্ট্‌ এসেছে, এটা কিসের পরিণাম? তাতেই তোমার পরিবর্তন আনা দরকার।'

লোকে বলে, 'ক্রোধকে চেপে রাখো, ক্রোধকে দূর করো।' আরে! এরকম কেন করছো? বিনা কারণে মাথা খারাপ করছো! তবুও তো ক্রোধ দূর হয় না। তবু ওরা বলবে, 'না সাহেব, ক্রোধ অল্প-বিস্তর তো চাপা পড়েছে।' আরে, ও যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিতরে আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ওকে চেপে রাখা গেছে বলা যাবে না। তখন সেই ভাই আবার বললো, 'তাহলে আপনার কাছে আর অন্য কোন উপায় আছে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, উপায় আছে। তুমি করবে?' ও বললো, 'হ্যাঁ।' তখন আমি বললাম, 'একবার নোট তো করো যে এই সংসারে মুখ্যরূপে কার উপর ক্রোধ হয়? যেখানে-সেখানে ক্রোধ হয় তা নোট করে নাও, আর যেখানে ক্রোধ হয় না তাকেও জানো। একবার লিস্ট তৈরী করে নাও যে এই ব্যক্তির উপর ক্রোধ হয় না। কিছু লোক উল্টোপাল্টা করলেও তার উপর ক্রোধ আসে না। আর কিছু তো বেচারা ঠিক করলেও তার উপর ক্রোধ হয়। অতএব এর কিছু কারণ তো থাকবে?

প্রশ্নকর্তা ঃ ওদের প্রতি মনে গ্রন্থি পড়ে গেছে?

দাদাশ্রী ঃ হ্যাঁ, গ্রন্থি পড়ে গেছে। ওই গ্রন্থি-কে ছাড়ানোর জন্যে এখন কি করবে? পরীক্ষা তো দিয়ে দিয়েছো। যার উপর যতবার ক্রোধ হওয়ার আছে, ততবার তার উপর ক্রোধ হয়েই যাবে আর তার জন্যে গ্রন্থি-ও পড়েই গেছে, কিন্তু এখন আমাকে কি করতে হবে? যার উপরে ক্রোধ হচ্ছে তার প্রতি মনে খারাপ ভাব হতে দেবে না। মনকে শুধরাবে এই বলে যে, 'ভাই, আমার প্রারব্ধ-এর হিসাবে এই ব্যক্তি এইরকম করছে। ও যা কিছু করছে তা আমার কর্মের উদয়ের কারণে করছে। এইভাবে মনকে শুধরে নেবে। মনকে শুধরাতে থাকবে আর যখন অন্যজনের প্রতি মন শুধরে যাবে তখন তার প্রতি ক্রোধ হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কিছু সময়ের জন্য পুরোনো এফেক্ট থাকে, এই এফেক্ট কেটে গেলে তারপর বন্ধ হয়ে যায়।

এ খুব সূক্ষ্ম কথা যা লোকেরা পায় নি। সবকিছুরই উপায় তো থাকেই, তাই না? উপায় বিনা তো সংসার হয়ই না! সংসার তো পরিণামকেই শেষ করতে চায়। অর্থাৎ ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ-এর উপায় এই যে পরিণামের কিছুই কর না, তার কারণেকে নষ্ট করে দাও তো সব পরিণাম চলে যাবে। মানে নিজেকেই বিচারক হতে হবে। নয়তো যদি অজাগৃত থাকো তো উপায় কি ভাবে করবে?

প্রশ্নকর্তা ঃ কারণগুলোকে-কে কি করে নষ্ট করতে হবে তা আবার একটু বুঝিয়ে দিন।

দাদাশ্রী ঃ এই ভাইয়ের উপর যদি আমার ক্রোধ হয় তো তাহলে আমি বুঝব যে এর উপর যে ক্রোধ হচ্ছে তা পরিণাম-স্বরূপ, আমি আগে ওর দোষ দেখেছিলাম এটা তার পরিণাম। এখন ও যা যা দোষ করবে তা যদি আমি মনে না রাখি তো ওনার প্রতি যে ক্রোধ আছে তা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পূর্বের পরিণাম কিছু থাকবে, সেটুকুই আসবে, তার পরে বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ অন্যের দোষ দেখি সেইজন্যে ক্রোধ হয়?

দাদাশ্রী ঃ হ্যাঁ। এই যে দোষ দেখো, বুঝে নেবে যে-এসবও ভুল পরিণাম। যখন এই ভুল পরিণাম দেখা বন্ধ হয়ে যাবে তারপরে ক্রোধ বন্ধ হয়ে যাবে। তোমার দোষ দেখা বন্ধ হয়ে গেল, অর্থাৎ সমস্তই বন্ধ হয়ে গেল।

ক্রোধের মূলে আছে অহংকার

লোকজন প্রশ্ন করে, 'আমার এই ক্রোধের চিকিৎসা কি?' আমি বলি, 'এখন তুমি কি করো?' তখন বলে, 'ক্রোধকে চেপে রাখি'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'চিনে নিয়ে চেপে রাখো নাকি না চিনেই? ক্রোধকে চিনতে তো হবে?' ক্রোধ আর শান্তি দুজনে একসাথেই থাকে। ক্রোধকে না চিনে শান্তিকে চেপে দিলে তো শান্তি মারা যাবে! অতএব চেপে রাখার মত বস্তু নয়। তখন ও বুঝতে পারল ক্রোধ অহংকারের রূপ। এখন কোন

ধরণের অহংকার থেকে ক্রোধ হয় তার খোঁজখবর করা দরকার।

ছেলে গেলাস ভেঙে ফেললে ক্রোধ হয়ে গেল, ওখানে আমার অহংকার কোথায়? এই গেলাসের ক্ষতি হবে, এরকম অহংকার আছে। লাভ-লোকসানের অহংকার আছে আমার। সুতরাং লাভ-লোকসানের অহংকারকে বিবেচনা করে নির্মূল করো। ভুল অহংকারকে সামলে রাখলে ক্রোধ হতেই থাকবে। ক্রোধ আছে, লোভ আছে, বাস্তবে এ সমস্তই মূলতঃ সব অহংকারই।

ক্রোধকে শান্ত করা, কোন বিবেচনা দিয়ে?

ক্রোধ স্বয়ং-ই অহংকার। এখন এটা বুঝতে হবে যে কিভাবে তা অহংকার। এটা খুঁজে বার করতে পারলে তবে বুঝতে পারবে যে ক্রোধ অহংকার-ই। এই ক্রোধ কেন উৎপন্ন হল? তাতে বলে, 'এই বোন কাপ-প্লেট ভেঙে ফেলেছে, তাই ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছে।' এখন কাপ-প্লেট ভেঙেছে তো তাতে আমার অসুবিধা কোথায়? তখন বলে,'আমার ঘরের লোকসান হয়েছে।' আর লোকসান হলেই তাকে বকাবকি করতে হবে? এই অহংকার করা, বকাবকি করা, এই সব যদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে চিন্তা-ধারনা করা যায়, তো চিন্তা করলে এই সমস্ত অহংকার ধুয়ে যায়। এখন এই কাপ ভেঙে গেছে তা নিবার্য না অনিবার্য? অনিবার্য সংযোগ হয় কি হয় না? মালিক চাকরকে বকাবকি করে, 'আরে, কাপ-প্লেট কেন ভেঙে ফেললি? তোর হাত কি ভাঙা ছিল? আর তুই এইরকম, তুই ওইরকম।' অনিবার্য হলে কি ওকে বকুনি দেওয়া চলে? জামাইয়ের হাতে কাপ-প্লেট ভাঙলে সেখানে কিছুই বলবে না! কারণ যেখানে কেউ সুপীরিয়র থাকে, সেখানে চুপ! আর ইন্‌ফিরিয়র কেউ এলে সেখানে অপমান করে দাও!!! এই সমস্ত কিছু ইগোইজ্‌ম্‌। সুপীরিয়র এর সামনে সবাই চুপ হয়ে যায় না কি? 'দাদাজী'র হাতে যদি কিছু ভেঙে যায় তো কিছুই মনে হবে না আর চাকরের হাতে যদি ভাঙে তো?

এই জগৎ কখনও ন্যায় দেখেনি। না বোঝার কারণেই এসমস্ত কিছু হয়েছে। যদি বুদ্ধিপুর্বক বিচার-বিবেচনা হয় সেটাই ঠিক। বুদ্ধি যদি বিকশিত

হত, বিচারশীল হত তাহলে কোথাও কোন ঝগড়া হয় এরকম হতোই না। এখন ঝগড়া করলে কি কাপ-প্লেট জোড়া লেগে যাবে? শুধু সন্তোষ হয়, এইটুকুই না! আর মনে ক্লেশ আর আস্থা হয় সে তো আলাদা। অর্থাৎ এই ঘটনায় এক তো কাপ গেল সেটা এক ক্ষতি, এই ক্লেশ হওয়া দ্বিতীয় ক্ষতি আর চাকরের সাথে শত্রুতা হল, সেই ক্ষতি!!! চাকর শত্রুতা বেঁধে নেবে যে 'আমি গরীব' সেইজন্যে আমাকে এরকম বলছে! কিন্তু ও শত্রুতা ছাড়বে না আর ভগবানও বলেছেন কারো সাথে শত্রুতা বেঁধে নেবে না। যদি সম্ভব হয় তো প্রেমের বন্ধনে বাঁধবে কিন্তু শত্রুতা বাঁধবে না। কারণ প্রেমের বন্ধনে বাঁধলে এই প্রেম-ই স্বয়ং শত্রুতাকে উপড়ে ফেলবে। প্রেম তো এমন যে শত্রুতার কবর খুঁড়ে দেয়, শত্রুতা থেকে তো শত্রুতা বাড়তেই থাকে। নিরন্তর বাড়তেই থাকে। শত্রুতার কারণেই তো এইভাবে ঘুরে বেড়ানো! মানুষ কেন ঘুরে বেড়াচ্ছে? তীর্থঙ্কর-এর সাক্ষাৎ হয় নি? তখন বলে, 'তীর্থঙ্কর-এর সাক্ষাৎ তো হয়েছিল, ওনার দেশনা (উপপদেশ)-ও শুনেছি কিন্তু কোন কাজ হয় নি।'

কোন কোন বস্তু থেকে বাসা আসছে, কোথায় কোথায় বিরোধ হচ্ছে, তো ওই সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে নাও না। বিরোধ হয়, সেখানে দৃষ্টি সঙ্কুচিত থাকে। এইজন্য জ্ঞানীপুরুষ লং-সাইট (দূরদৃষ্টি) দিয়ে দেন। লং-সাইটের আধারে সব কিছু 'যেমন আছে তেমন' দেখতে পাওয়া যায়।

সন্তানের উপর ক্রোধ হয় তখন...

প্রশ্নকর্তা ঃ ঘরে বাচ্চাদের উপর ক্রোধ হয়, তো কি করব?

দাদাশ্রী ঃ ক্রোধ না বোঝার কারণে হয়। ওকে তুমি জিজ্ঞাসা করো যে, 'তোমার খুব ভাল লেগেছিল?' তখন ও বলবে 'আমার খুব খারাপ লেগেছিল, ভিতরে খুব দুঃখ হয়েছিল।' ওর-ও দুঃখ হয়, তোমারও দুঃখ হয়। তো এতে বাচ্চার উপর বিরক্ত হওয়ার দরকারই বা কোথায়? আর বিরক্ত হলে যদি শুধরে যায় তো বিরক্ত হও। রেজাল্ট্ (পরিণাম) ভাল

হলে বিরক্ত হওয়া কার্যকর, রেজাল্ট্ই ভালো হলো না তো বিরক্ত হওয়ার অর্থ কি? ক্রোধ করলে যদি লাভ হয় তো করো আর যদি লাভ না হয় তো এমনিই চালিয়ে নাও না!

প্রশ্নকর্তা ঃ যদি আমি ক্রোধ না করি তাহলে ও আমার কথা শুনবেও না, খাবেও না।

দাদাশ্রী ঃ ক্রোধ করার পরেও কোথায় শোনে?

বীতরাগদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি তো দ্যাখো!

এ সত্ত্বেও লোকে কি বলে যে এই পিতা নিজের সন্তানের প্রতি এত ক্রোধিত হয়ে গেছে, সেইজন্য এ পিতা না-লায়েক। আর প্রকৃতি এখানে তাকে কিরকম ন্যায় দেয়? পিতার পূণ্য জমা হয়। হ্যাঁ, কারণ সন্তানের ভালোর জন্য ইনি অশান্তি নিজের উপর নিয়েছেন। সন্তানের সুখের খাতিরে নিজের উপর অশান্তি টেনে আনার কারণেই পূণ্য জমা হয়। বাকী সমস্ত প্রকার ক্রোধ পাপ-ই জমা করে। এই এক প্রকার ক্রোধ যা সন্তানের বা শিষ্যের মঙ্গলের জন্যে করে। নিজেকে জ্বালিয়েও এদের সুখের জন্য করে, তাই পুণ্য হয়। তাও লোকে তার নিন্দাই করতে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে যথার্থ ন্যায় আছে না নেই? নিজের ছেলে-মেয়ের উপর যে ক্রোধ করে তাতে হিংসকভাব থাকে না। অন্য সমস্ত-তে হিংসকভাব থাকে। তবু এতে তন্ত (সূত্র) তো থাকেই, কারণ ওই মেয়েকে দেখলেই ভিতরে ক্লেশ শুরু হয়ে যায়।

যদি ক্রোধে হিংসকভাব আর তন্ত, এই দুইই না থাকে তো মোক্ষ হয়ে যাবে। আর যদি হিংসকভাব না থাকে, শুধুই তন্ত থাকে, তাহলে পূণ্য জমা হয়। কিরকম সূক্ষ্মতায় ভগবান খুঁজে বার করেছেন!

ক্রোধ করে তবুও লাভ করে পূণ্য

ভগবান বলেছেন, যে যদি অন্যের ভালোর জন্যে ক্রোধ করে, পরমার্থ হেতু ক্রোধ করে তাহলে তার ফল পূণ্যলাভ।

এখন এই ক্রমিক মার্গে তো শিষ্য ঘাবড়াতেই থাকে যে ‘এখন-ই কিছু বলবেন, আর উনি (গুরু)-ও সকাল থেকে সারাদিন উত্যক্ত হয়েই বসে থাকেন। তো একদম দশম গুনকস্থান (জৈনধর্মাবলম্বীদের আধ্যাত্মিক প্রগতির পরিমাপক) অবধি এই হাল। উনি চোখ লাল করলে ভিতরে আগুন জ্বলে। এই ব্যথা, কতটা ব্যথা এতে হয়! তাহলে কি করে পৌঁছাবে? মোক্ষলাভ কি কোন লাড্ডু খাওয়ার খেলা? এ তো কখনও কখনও এরকম অক্রমবিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

ক্রোধ মানে এক প্রকারের সিগ্ন্যাল

সংসারের লোক বলে যে এই ভাই ছেলের উপর ক্রোধ করেছে সুতরাং এ দোষী এবং এর পাপ হয়েছে। ভগবান এরকম বলেন না। ভগবান বলেন যে, ‘ছেলের উপর ক্রোধ করে নি এইজন্য ওর পিতা দোষী। অতএব ওর একশো টাকা দন্ড।’ তখন বলে, ‘ক্রোধ করা কি ঠিক?’ তাতে বলেন, ‘না, কিন্তু এখন তার প্রয়োজন ছিল। যদি এখানে ক্রোধ না করতো তো ছেলে উল্টো রাস্তায় চলে যেত।’

অর্থাৎ ক্রোধ এক প্রকারের লাল সিগ্ন্যাল, আর কিছু নয়। যদি চোখ না রাঙাতে, যদি ক্রোধ না করতে তো ছেলে উল্টো রাস্তায় চলে যেত। এইজন্যে ভগবান তো পিতা সন্তানের উপর ক্রোধ করে, তবু তাকে একশো টাকা পুরস্কার দেন।

ক্রোধ তো লাল ঝান্ডা। শুধু পাবলিকের জানা নেই আর কতক্ষণ লাল ঝান্ডা দেখাতে হবে, কত সময় ধরে দেখাতে হবে তা বোঝার প্রয়োজন আছে। এখন মেলগাড়ী যাচ্ছে আর আড়াই-ঘন্টা লাল ঝান্ডা নিয়ে অকারণে দাঁড়িয়ে থাকবে তো কি হবে? অর্থাৎ লাল ঝান্ডার প্রয়োজন আছে কিন্তু কতটা সময় দেখাতে হবে তাও বোঝার প্রয়োজন আছে।

ঠান্ডা (শান্ত থাকা) হল সবুজ সিগ্ন্যাল।

রৌদ্রধ্যান পরিবর্তিত ধর্মধ্যানে

সন্তানের উপর ক্রোধ করলে, কিন্তু ভিতরে তোমার ভাব এইরকম

যে এটা হওয়া উচিৎ নয়। ভিতরে তোমার ভাব কিরকম থাকে?

প্রশ্নকর্তা ঃ এইরকম হওয়া উচিৎ ছিলনা।

দাদাশ্রী ঃ অর্থাৎ এটা রৌদ্রধ্যান ছিল, তা ধর্মধ্যানে পরিবর্তিত হয়ে গেল। ক্রোধ হল তবু পরিণামে এল ধর্মধ্যান।

প্রশ্নকর্তা ঃ এরকম হওয়া উচিৎ নয়, এই ভাব ছিল, সেইজন্যে?

দাদাশ্রী ঃ এর পিছনে হিংসকভাব নেই। হিংসকভাব বিনা ক্রোধ হয়ই না, কিন্তু ক্রোধের এক বিশেষ দশা আছে যে যদি নিজের ছেলে, নিজের মিত্র, নিজের স্ত্রীর উপর ক্রোধ করে তো পূণ্য হয়। কারণ এটাই দেখা হয় যে ক্রোধ করার পিছনে হেতু কি?

প্রশ্নকর্তা ঃ প্রশস্ত ক্রোধ। (যার উদ্দেশ্য অন্যের লাভ আছে)

দাদাশ্রী ঃ অপ্রশস্ত ক্রোধকে খারাপ বলে।

অর্থাৎ এই ক্রোধের-ও এত ভাগ আছে। অন্যদিকে, পয়সারজন্যে ছেলেকে ভাল-মন্দ বলে যে তুই ব্যবসায় ঠিকমতো মন দিচ্ছিস না, সেই ক্রোধ আলাদা। সন্তানকে সংশোধন করার জন্যে, চুরি করছে বা অন্য কিছু উল্টোপাল্টা কাজ করছে, তার জন্যে ছেলেকে বকাবকি করে, ক্রোধ করে তো তার ফল ভগবান পূণ্য বলেছেন। ভগবান কত বিবেচক!

ক্রোধ দূর করো এইভাবে

প্রশ্নকর্তা ঃ আমরা ক্রোধ করি কার উপর? বিশেষ করে অফিসে সেক্রেটারির উপর ক্রোধ করি না আর হাসপাতালে নার্সের উপর করি না কিন্তু ঘরে স্ত্রীর উপর আমরা ক্রোধ করি।

দাদাশ্রী ঃ এইজন্যেই তো যখন একশোজন বসে আছে আর শুনছে তখন সবাইকে বলি যে অফিসে বস্ (মালিক) ধমকালে বা কেউ বকাবকি করলে সেই সব ক্রোধ ঘরে বসে স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দেয় লোকে। এইজন্যে আমাকে বলতে হয় যে, আরে! স্ত্রীকে কেন ধমকাচ্ছো, বেচারীকে! অকারণে স্ত্রীকে বকাবকি করছো! বাইরে কেউ ধমকালে তার সাথে লড়াই করো না। এখানে কেন বেচারীর সাথে লড়াই করছো?

এক ভাইসাহেব ছিল, আমার পরিচিত। সে আমাকে প্রায়ই বলতো, ‘সাহেব, একবার আমার এখানে পদার্পণ করুন। রাজমিস্ত্রীর কাজ করতো। একবার আমি ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তো ওর সাথে দেখা হয়ে গেল আর বললো, ‘কিছুক্ষণের জন্যে আমার ঘরে চলুন।’ তো আমি ওর ঘরে গেলাম। এখানে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আরে, দুটো রুমে তোর কুলিয়ে যায়?’ তো ও বললো, ‘আমাকে তো কারিগর বলে না!’ এ তো আমার সময়ের, ভাল সময়ের কথা বলছি। এখন তো একটা রুমেও থাকতে হয়। কিন্তু ভাল সময়েও বেচারার দুটো রুম-ই ছিল। তখন আমি আবার প্রশ্ন করলাম, ‘স্ত্রী তোমাকে বিরক্ত করে না কি? তাতে বললো যে, ‘স্ত্রী-র ক্রোধ হয় কিন্তু আমি ক্রোধ করি না।’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এরকম কেন?’ ও বললো, ‘তাহলে ও যদি ক্রোধ করে আর আমিও ক্রোধ করি তো এই দুটো রূমে আমি কোথায় শুই আর ও কোথায় শোয়?!’ ও ওদিকে মুখ করে শুয়ে পড়ে আর আমি এদিকে মুখ করে শুয়ে পড়ি, এই অবস্থায় তো আমি সকালে ভাল চা-ও পাব না। ও-ই আমাকে সুখ দেয়, ওর কারণেই আমার সুখ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘স্ত্রী যদি ক্রোধ করে তো?’ তখন বললো, ‘ওকে মানিয়ে নিই। বন্ধু, যেতে দাও না, আমার অবস্থা আমিই জানি। এ রকম করে মানিয়ে নিই। কিন্তু ওকে খুশী রাখি। বাইরে মারপীট করে আসি কিন্তু ঘরে ওর সাথে মারপীট করি না।’ আর কিছু লোক তো বাইরে মার খেয়ে এসে ঘরে মারপীট করে।

এ তো সারাক্ষণ ক্রোধ করে। গরু-মোষও ভাল যে ক্রোধ করে না। জীবনে একটু শান্তি তো থাকা চাই না! দুর্বল হওয়া উচিৎ নয়। এ তো সব সময় ক্রোধ করে। তুমি গাড়ীতে করে এসেছো না? গাড়ী যদি সারা রাস্তায় ক্রোধ করতে থাকে তো কি হবে?

প্রশ্নকর্তা ঃ তো এখানে এসে পৌছাতে পারতাম না।

দাদাশ্রী ঃ তো যদি তুমি এমন ক্রোধ করো তো ওর গাড়ী কিরকম চলবে? তুমি ক্রোধ করো না তো?

প্রশ্নকর্তা ঃ কখনও কখনও হয়ে যায়।

দাদাশ্রী ঃ আর যদি দুজনেরই হয়ে যায় তো বাকী কি থাকলো?

প্রশ্নকর্তা ঃ পতি-পত্নীর মধ্যে কম-বেশী ক্রোধ তো হওয়াই চাই না?

দাদাশ্রী ঃ না। এরকম কোন নিয়ম নেই। পতি-পত্নীর মধ্যে তো খুব শান্তি থাকা চাই। যদি দুঃখ হয় তো তাদের পতি-পত্নীই বলবে না। সত্যিকারের ফ্রেন্ডশিপ-এ দুঃখ হয় না, আর এ তো সবথেকে বড় ফ্রেন্ডশিপ। এখানে ক্রোধ হওয়া উচিৎ নয়। এ তো লোকেরা জোর করে মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজের হয়, তাই নিয়মই এরকম আছে বলে দেয়। বাকী সব জায়গায় হলেও পতি-পত্নীর মধ্যে একটুও দুঃখ হওয়া উচিৎ নয়।

জেদ-এর মার

প্রশ্নকর্তা ঃ ঘরে অথবা বাইরে বন্ধুদের সাথে সব জায়গায় প্রত্যেকের মত ভিন্ন ভিন্ন হয় আর তাতে আমার ধারণা অনুসার না হলে আমার ক্রোধ কেন হয়? তখন আমার কি করা উচিৎ?

দাদাশ্রী ঃ সবাই যদি নিজের নিজের ধারণা অনুযায়ী করতে যায় তো কি হবে? এরকম বিচার-ই কেন আসে? সাথে-সাথেই চিন্তা করা উচিৎ যে সকলেই যদি নিজের ধারণা অনুযায়ী করতে শুরু করে তো একে অন্যের সাথে প্রতিস্পর্ধায় সমস্ত বাসন ভেঙে ফেলবে আর খাওয়ারও কিছু থাকবে না। সেইজন্য ধারণা অনুসারে কখনো করবেই না। ধারণাই করবে না, তাতে ভুল বুঝবে না। যার দরকার সে ধারণা করবে এইরকম মনে রাখবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ আমি যতই শান্ত থাকি না কেন তাও যদি পতি ক্রোধ করে তো আমার কি করা উচিৎ?

দাদাশ্রী ঃ ও ক্রোধ করে আর ওর সাথে যদি ঝগড়া করতে হয় তো তোমাকেও ক্রোধ করতে হবে, অন্যথা নয়! যদি ফিল্ম বনধ করতে চাও তো শান্ত হয়ে যাবে। আর ফিল্ম বন্ধ করতে না চাইলে সারারাত চলতে দাও, কে বারণ করেছে? কি তোমার এরকম ফিল্ম পছন্দ?

প্রশ্নকর্তা ঃ না, এরকম ফিল্ম পছন্দ নয়।

দাদাশ্রী ঃ ক্রোধ করে কি করবে? ওই লোক স্বয়ং ক্রোধ করছে না,

ও তো 'মেকানিক্যাল অ্যাড্জাস্ট্মেন্ট্' (যান্ত্রিক সামঞ্জস্যতা) ক্রোধ করছে। এই কারণে ফের নিজের মনে পশ্চাতাপ হয় যে এই ক্রোধ না করলেই ভাল হতো।

প্রশ্নকর্তা ঃ ওকে শান্ত করার কি উপায়?

দাদাশ্রী ঃ ও তো যদি মেশিন গরম হয়ে যায় আর ঠান্ডা করতে হয় তো কিছুক্ষণ বন্ধ রাখলে নিজেই ঠান্ডা হয়ে যাবে। আর যদি হাত দিই বা ঘাঁটাতে যাই তো নিজেই জ্বলে যাব।

প্রশ্নকর্তা ঃ আমার আর আমার হাজ্ব্যান্ড-এর মধ্যে ক্রোধ আর তর্কবিতর্ক হয়ে যায়। তো আমি কি করব?

দাদাশ্রী ঃ ক্রোধ তুমি কারো কি ও করে, কে ক্রোধ করে?

প্রশ্নকর্তা ঃ ও, ফের আমারও হয়ে যায়।

দাদাশ্রী ঃ তো তুমি নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করবে, 'কেন তুমি এরকম করছো? আগে যা করেছো তা তো ভুগতেই হবে, না!' কিন্তু প্রতিক্রমণ করলে এই সমস্ত দোষ কেটে যায়। নয়তো আমার দেওয়া ঘুঁসি ফের আমাকেই ভুগতে হবে। কিন্তু প্রতিক্রমণ করলে কিছুটা কম হয়ে যায়।

এ তো এক ধরনের পাশবতা (পশুতা)

প্রশ্নকর্তা ঃ আমার যদি ক্রোধ হয়ে যায় আর গালি-গালাজ বেরিয়ে পড়ে তো কি করে শুধরাবো?

দাদাশ্রী ঃ ক্রোধ যে করে আর গালাগালি দেয় তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রন নেই। সেইজন্যে এসব হয়ে যায়। কনট্রোল করার জন্যে প্রথমে কিছু বোঝার দরকার আছে। যদি আমার উপর কেউ ক্রোধ করে তো তা আমার সহ্য হবে কি হবে না তা আমার ভাবা দরকার। আমি ক্রোধ করার আগে যদি আমার উপর কেউ ক্রোধ করে তো আমার সহ্য হবে কি? ভালো লাগবে কি লাগবে না? আমার যা ভালো লাগে সেইরকম ব্যবহারই অন্যের সাথে করা উচিৎ।

কেউ তোমাকে গালাগালি দেয় আর তোমার খারাপ না লাগে, ডিপ্রেসান না হয় তো তুমিও দেবে। নয়তো বন্ধ করে দেবে। গালাগালি তো দেওয়াই

উচিৎ নয়। এ তো এক ধরনের পাশবতা। আন্ডারডেভেলপ্‌ড্ পিপল্‌স্, আনকাল্‌চার্‌ড্ (স্বল্পবিকশিত মানুষ, অসংস্কৃত)।

প্রতিক্রমণ-ই সত্যিকারের মোক্ষমার্গ

প্রথমে দয়া রাখো, শান্তি রাখো, সমতা রাখো, ক্ষমা রাখো এরকম উপদেশ শেখায়। তখন লোকে কি বলে, 'আরে! আমার ক্রোধ হতেই থাকে আর তুমি বলছো ক্ষমা রাখো কিন্তু কিভাবে ক্ষমা রাখবো? অতএব এদের উপদেশ এইভাবে দিতে হবে যে তোমার ক্রোধ হলে তুমি এইভাবে মনে পশ্চাতাপ করবে, 'আমার কি দুর্বলতা আছে যে আমি এরকম ক্রোধ করে ফেলি? এ আমি ভুল করে ফেলেছি।' এইভাবে পশ্চাতাপ করবে আর যদি কোন গুরু থাকেন তো তাঁর সাহায্য নেবে, আর এরকম দুর্বলতা আবার উৎপন্ন না হয় এই নিশ্চয় করবে। তুমি আর ক্রোধের রক্ষণ করবে না, বরং তার প্রতিক্রমণ করবে।

প্রতিক্রমণে কি করতে হবে? তোমার ক্রোধ হয়েছে আর সামনের ব্যক্তি তাতে দুঃখ পেয়েছে, তো তার আত্মাকে স্মরণ করে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। অর্থাৎ যা হয়েছে তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেবে এবং আর কখনও করব না এই প্রতিজ্ঞা করবে, আর আলোচনা করবে মানে আমার কাছে দোষ খোলাখুলি বলবে যে আমার এই দোষ হয়ে গেছে।

মনে-মনেও ক্ষমা চাও

প্রশ্নকর্তা ঃ দাদাশ্রী, পশ্চাতাপ বা প্রতিক্রমণ করার সময় অনেকবার এরকম হয় যে ভুল করে ফেলেছি, কারোর উপর ক্রোধ হয়ে গেছে, তখন ভিতরে দুঃখ হয় যে এটা ভুল হয়ে গেছে কিন্তু সামনের ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাওয়ার সাহস হয় না।

দাদাশ্রী ঃ এরকম ক্ষমা চাইবেন না, নয়তো ওই ব্যক্তি তার দুরুপযোগ করবে। 'হ্যাঁ, এখন পথে এসেছো তো?' এইরকমই এরা সব! নোব্‌ল্ (উদার) মানুষ নয়! ক্ষমা চাওয়ার মত লোক নয় এরা! সেইজন্যে তার শুদ্ধাত্মাকে স্মরণ করে মনে-ই ক্ষমা চেয়ে নেবে। হাজারের মধ্যে হয়তো জনদশেক এরকম ব্যক্তি পাবে যারা ক্ষমা চাওয়ার আগেই ক্ষমা করবে।

নগদ পরিণাম, হার্দিক প্রতিক্রমণের

প্রশ্নকর্তা ঃ কারোর উপর খুব ক্রোধ হয়ে গেছে, তো বলে চুপ হয়ে যাই, পরে এই যে বললাম তার জন্যে ভিতরে বার-বার জ্বালা হতে থাকে। এর জন্যে কি একবারের বেশী প্রতিক্রমণ করতে হবে?

দাদাশ্রী ঃ এতে দু-তিনবার সত্যিকারের হৃদয় দিয়ে প্রতিক্রমণ করবে আর একদম ভালোভাবে হয়ে গেলে পুরো হয়ে যাবে। 'হে দাদা ভগবান! আমার অত্যন্ত ক্রোধ হয়ে গেছে, সামনের ব্যক্তির খুব কষ্ট হয়েছে! এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনার সম্মুখে খুব ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

দোষ, কিন্তু নিষ্প্রাণ

প্রশ্নকর্তা ঃ অতিক্রমণে যে উত্তেজনা হয়, তা প্রতিক্রমণে শান্ত হয়ে যায় কি?

দাদাশ্রী ঃ হ্যাঁ, শান্ত হয়ে যায়। চিকনী (যে চিপকে যায়) ফাইল (গাঢ় হিসাবযুক্ত) হলে সেখানে তো পাঁচ-পাঁচ হাজার প্রতিক্রমণ করতে হয়, তাহলে শান্ত হয়। বিরক্তি বাইরে প্রকাশিত হয় নি কিন্তু ভিতরে অস্থিরতা তৈরী হয়েছে, তাহলেও যদি আমি তার জন্যে প্রতিক্রমণ না করি তো ততটা দাগ আমার উপর থেকে যাবে। প্রতিক্রমন করলে পরিস্কার হয়ে যায়। অতিক্রমণ করেছো এইজন্যে প্রতিক্রমণ করো।

প্রশ্নকর্তা ঃ কারোর উপর ক্রোধ হয়ে যাওয়ার পরে খেয়াল হয় আর সেই সময় তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই, তো তাকে কি বলব?

দাদাশ্রী ঃ এখন জ্ঞান নেওয়ার পরে ক্রোধ হয়ে যায় আর ফের ক্ষমা চেয়ে নাও তো কোন অসুবিধা নেই। মুক্ত হয়ে গেলে! আর এরকম সামনে গিয়ে যদি ক্ষমা চাইতে না পার, যদি এরকম হয় তো মনে চেয়ে নেবে, তাহলেই হবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ প্রত্যক্ষ সবার সামনে?

দাদাশ্রী ঃ কোন অসুবিধা নেই। কেউ যদি এরকম না করে আর ভিতরেই প্রতিক্রমণ করে তাহলেও চলবে। কারণ এই দোষ জীবন্ত নয়,

এ ‘ডিস্‌চার্জ’। ‘ডিস্‌চার্জ’ দোষ অর্থাৎ এই দোষ চার্জ হওয়া দোষ নয়। তাই এত খারাপ ফল দেয় না।

প্রতিষ্ঠা করলেই কষায় উৎপন্ন হয়

এ সমস্ত তুমি চালাও না, ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ প্রভৃতি কষায় চালায়। ‘‘কষায়’’ - এরই রাজত্ব চলছে। ‘‘আমি কে’’-এর ধারনা হলে তবে কষায় যাবে। ক্রোধ হলে পশ্চাতাপ হয়, কিন্তু ভগবানের বলা প্রতিক্রমণ করতে না জানো তো কি হবে? প্রতিক্রমণ করতে জানলে মুক্তি পাবে।

এই ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ-এর সৃষ্টি কতদিন থাকবে? ‘আমি চান্দুলাল আর আমি এইরকমই’ এই দৃঢ়বিশ্বাস যতদিন আছে ততদিনই থাকবে। যতদিন আমি প্রতিষ্ঠা করেছি যে ‘আমি চান্দূলাল’, এই সমস্ত লোকজন আমার প্রতিষ্ঠা করেছে আর আমিও তা মেনে নিয়েছি যে ‘আমি চান্দুলাল’, ততদিন এই ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ ভিতরে থাকবে।

নিজের প্রতিষ্ঠা তখনই সমাপ্ত হবে যখন ‘আমি শুদ্ধাত্মা’ এই বোধ আসবে। অর্থাৎ স্বয়ং যখন স্ব-স্বরূপে যাবে তখন প্রতিষ্ঠা চূর্ণ হবে। তখন ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ যাবে, তা নইলে যাবে না। মারতে থাকলেও যাবে না বরং বাড়তে থাকবে। একজনকে মারলে দ্বিতীয়জন বাড়বে আর দ্বিতীয়জন-কে মারো তো তৃতীয়জন বাড়বে।

যেখানে ক্রোধ দুর্বল, সেখানে মান সবল

এক মহারাজ বলেন, আমি ক্রোধকে চাপা দিয়ে দিয়ে নির্মূল করেছি। আমি বললাম, ‘তার পরিণাম স্বরূপ এই ‘মান’ নামের মহিষ বেশী তাগড়া হয়েছে। মান তাগড়া হতে থাকবে, কারণ মায়ার এই পুত্র মরবে এরকম নয়। এর উপায় করো তো যাবে, নয়তো যাওয়ার পাত্র এরা নয়। এরা মায়ার সন্তান। ওই মান নামক মোষ এত তাগড়া হয়েছে, ‘আমি ক্রোধকে দাবিয়ে দিয়েছি, আমি ক্রোধকে দাবিয়ে দিয়েছি।’ ফের ও তাগড়া হয়েছে। এর চেয়ে তো চারজনই সমান ছিল, সেটাই ঠিক ছিল।

ক্রোধ আর মায়া হল রক্ষক

ক্রোধ আর মায়া, এরা তো রক্ষক। এরা তো লোভ আর মানের রক্ষক। লোভ-এর যথার্থ রক্ষক মায়া আর মান-এর যথার্থ রক্ষক ক্রোধ। আবার মান-এর জন্যেও মায়ার কম-বেশি উপযোগ হয়, কপট করে। কপট করেও মান প্রাপ্ত করে, লোকে এরকম করে কি?

আর ক্রোধ করে লোভ করে নেয়। লোভী ক্রোধী হয় না আর যদি ক্রোধ করে তো বুঝতে হবে যে ওর লোভে কোন বাধা এসেছে, সেইজন্যে ক্রোধ করছে। নয়তো লোভী তো, যদি কেউ ওকে গালাগালিও দেয় তবু বলবে, 'ও যতই শোরগোল করুক না কেন, আমি তো আমার টাকা পেয়ে গেছি।' লোভী এরকমই হয় কারণ কপট সবকিছুর রক্ষণ তো করবেই। কপট মানে মায়া আর ক্রোধের রক্ষক সব।

ক্রোধ তো নিজের মান-এর উপর যখন আঁচ আসে তখন ক্রোধ করে। নিজের মান ভঙ্গ হয়, সেখানে।

ক্রোধ তো সরল। সরলের প্রথমে নাশ হয়। ক্রোধ তো গোলা-বারুদ, আর যেখানে গোলা-বারুদ সেখানে তো সৈন্য লড়বেই। ক্রোধ গেলে আর সৈন্য কি জন্যে লড়বে? পরে তো সখা-সখী সব পালিয়ে যাবে। কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না।

ক্রোধ-এর স্বরূপ

ক্রোধ হল উগ্র পরমাণু। তুবড়ীর মধ্যে বারুদ ভরা থাকে আর জ্বললে আগুনের ফুলকি বার হতে থাকে। যখন ভিতরের বারুদ শেষ হয়ে যায়, তখন তুবড়ী নিজেই নিভে যায়। এই রকমই ক্রোধেরও হয়। ক্রোধ উগ্র পরমাণু, আর যখণ 'ব্যবস্থিত'-এর নিয়ম অনুসারে ফাটে তখন সবদিক থেকে জ্বলতে থাকে। উগ্রতা আছে, তাকে ক্রোধ বলে না, যে ক্রোধে তন্ত আছে তাকেই ক্রোধ বলে। ক্রোধ তো তখনই বলবে যখন ভিতরে জ্বালা থাকে। জ্বালা আছে আর তার ফুল্‌কি বেরোতে থাকে আর অন্যের উপরেও তার প্রভাব পড়ে। তাকে .কুড়ন (যে নিয়ে পীড়িত আর অন্যগুলোকেও

পীড়িত করে) বলবে আর অজপাতে (যে নিয়ে ভেতরে পীড়িত থাকে) নিজে একলাই ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকে, কিন্তু তন্ত তো দুইয়ের ক্ষেত্রেই থাকে। আর উগ্রতা তো অন্য বস্তু।

গুমরানো, সহ্য করা, তাও ক্রোধ

ক্রোধভরা বাণী না বললে সামনের জন আঘাত পায় না। মুখে বলা, শুধুমাত্র তাকেই ক্রোধ বলে এরকম নয়। ভিতরে ক্লেশ হতে থাকে তাকেও ক্রোধ বলে। আর একে সহ্য করা তো ডবল (দ্বিগুণ) ক্রোধ। সহ্য করা মানে চেপে রাখা। ও তো যখন একদিন স্প্রিং লাফিয়ে উঠবে তখন বোঝা যাবে। সহ্য কেন করতে হবে? এর তো জ্ঞান দিয়ে সমাধান করতে হবে।

ক্রোধে বড় হিংসা

বুদ্ধি ইমোশনাল হয়, জ্ঞান মোশনে থাকে। যেমন ট্রেন মোশনে চলে, যদি ইমোশনাল হয়ে যায় তো?

প্রশ্নকর্তা ঃ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়।

দাদাশ্রী ঃ এরকম-এরকম করে চলে তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে। এইভাবেই মানুষ যখন ইমোশনাল হয় যায় তখন ভিতরে অনেক জীব মারা যায়। ক্রোধ হয়েছে কি কত রকমের ছোট ছোট জীব মরে শেষ হয়ে যায়। তার উপর আবার স্বয়ং দাবী করে, 'আমি তো অহিংসা ধর্ম পালন করি, জীব-হিংসা তো করি-ই না।' আরে, কিন্তু ক্রোধ থেকে তো অসংখ্য জীব-ই মারা যায়, ইমোশনাল হয়ে।

ক্রোধকে এইভাবে জয় কবা যায়

দ্রব্য অর্থাৎ বাইরের ব্যবহার পাল্টায় না কিন্তু যদি ভাব পাল্টায় তো অনেক হল। কেউ যদি বলে যে ক্রোধ বন্ধ করতে চাই, তো আজই ক্রোধ বন্ধ হয়ে যাবে না। ক্রোধকে তো চিনতে হবে যে ক্রোধ কি? কেন উৎপন্ন হয়? ওর জন্ম কিসের আধারে হয়? ওর মা-কে? বাপ কে? সবকিছু জানার পর ক্রোধকে চেনা যাবে।

যে মুক্ত সেই ছড়াতে পারে

তোমার সব কিছু বের করে ফেলতে হবে? কি কি বের করতে হবে বলো। লিস্ট বাড়িয়ে আমাকে দাও। ওসব বের করে দেব। তুমি ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ দিয়ে বাঁধা পড়েছো?

প্রশ্নকর্তা ঃ একদম।

দাদাশ্রী ঃ যে ব্যক্তি বাঁধা হয়ে আছে সে নিজে নিজে কিভাবে মুক্ত হবে? এরকমভাবে চারদিক থেকে হাত-পা সব শক্ত করে বাঁধা থাকলে সে নিজে কি করে মুক্ত হবে?

প্রশ্নকর্তা ঃ ওকে কারোর সাহায্য নিতে হবে।

দাদাশ্রী ঃ যে বাঁধা হয়ে আছে তার সাহায্য নিতে হবে?

প্রশ্নকর্তা ঃ যে স্বতন্ত্র তার হেল্প নিতে হবে।

দাদাশ্রী ঃ আমি কাউকে প্রশ্ন করি যে,'ভাই, এখানে কেউ এমন আছে কি যার বন্ধন নেই? মুক্ত আছে? তাহলে আমাকে এখানে হেল্প করো।' অর্থাৎ যে মুক্ত আছে সেই মুক্ত করতে পারে। তাছাড়া, আর অন্য কেউ করতে পারবে না।

ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ-এর আহার

কিছু লোক জাগৃত হয়, তারা বলে এই যে ক্রোধ হয়ে যাচ্ছে তা আমার পছ ন্দ নয়, কিন্তু তবুও করতে হচ্ছে।

আর কিছু তো ক্রোধ করে আর বলে, 'ক্রোধ না করলে আমর গাড়ী তো চলবেই না, আমার গাড়ী বন্ধ হয়ে যাবে।' এরকমও বলে।

ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ নিরন্তর নিজেরটাই চুরি করে খাচ্ছে, কিন্তু লোকেরা তা বুঝতে পারে না। এই চারটিকে যদি তিন বছর উপবাসী রাখো, তো এরা পালিয়ে যাবে। কিন্তু যে খাদ্য দিয়ে এরা বেঁচে আছে সেই খাদ্য কি? যদি তা না জানো, তো এরা কি করে উপবাসী হয়ে মরবে? এটা না বোঝার কারণেই এরা আহার পেতে থাকে। ওরা কিভাবে বেঁচে আছে? আর তাও অনাদিকাল

থেকে বেঁচে আছে! এইজন্যে ওদের আহার বন্ধ করে দাও। এরকম বিচার তো কেউ করেই না আর সবাই জোর করে এদের বের করতে থাকে। এই চারটি এমনিই চলে যাবে এমন নয়। ও তো যখন আত্মা বাইরে বেরিয়ে আসে তখন ভিতরের সবকিছু ঝাড়া-মোছা করে, তারপরে বেরোয়। ওদের হিংসক মার এর প্রয়োজন নেই, ওদের তো অহিংসক মার চাই।

আচার্য্য শিষ্যকে কখন ধমকান? ক্রোধ এলে তখন। সেইসময় যদি কেউ বলে, 'মহারাজ, একে কেন ধমকাচ্ছেন?' তখন মহারাজ বলেন, 'ও তো ধমক খাওয়ারই যোগ্য।' ব্যস, তাহলে তো হয়ে গেল শেষ। এরকম বলা সেটাই ক্রোধের আহার। ক্রোধ করে তার রক্ষণ করা, সেটাই ওর অহার।

এই ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ যদি তিন বছর পর্য্যন্ত আহার না পায় তো নিজেরাই পালিয়ে যাবে। আমাকে বলতেই হবে না। কারণ প্রত্যেকটি বস্তু নিজের নিজের আহার দ্বারা জীবিত থাকে আর সংসারের লোক কি করে? প্রত্যেকদিন ক্রোধ-মান-মায়া-লোভকে খাবার দিতে থাকে। রোজ আহার করায় আর ফের এরা হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে ঘুরতে থাকে।

বাচ্চাদের মারে, খুব রেগে গিয়ে মারধোর করে, তখন স্ত্রী বলে, 'বেচারা বাচ্চাদের এত মারলে কেন?' তখন বলে, 'তুমি বুঝবে না, এরা মার খাওয়ারই যোগ্য।' এতে ক্রোধ বুঝে যায়, 'আরে বাহ্, আমাকে আহার দিল! ভুল হয়েছে এটা বুঝলো না আর মারার মত এরকম অভিপ্রায় দিল, সেইজন্যে এ আমাকে খাবার দিচ্ছে। একে আহার দেওয়া বলে। আমরা ক্রোধকে এনকারেজ (উৎসাহিত) করলে, তাকে ভাল মনে করলে ওকে খাবার দেওয়া হল এরকম বলা যায়। ক্রোধকে, 'ক্রোধ করা খারাপ' এরকম মনে করলে তাকে খাবার দেওয়া হল না বলতে হবে। ক্রোধের পক্ষপাত করলে, তার পক্ষ নিলে, সে খাবার পেয়ে গেল। আহার থেকেই তো ও বেঁচে থাকছে। লোকে তো ওর পক্ষ নেয়, কি না?

ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ, কাউকে আমি রক্ষণ দিই নি। ক্রোধ হয়ে গেছে আর তখন কেউ বলে যে, 'এইরকম ক্রোধ কেন করছো?' তখন আমি বলে দিই, 'এই ক্রোধ অতি খারাপ বস্তু, আমার দুর্বলতার কারণে হয়ে গেছে।' অর্থাৎ আমি রক্ষণ করলাম না। কিন্তু লোকেরা রক্ষণ করে।

এই সাধু নস্যি নেন আর আমি বলি, 'সাহেব, আপনি নস্যি নেন?' তখন যদি বলে, 'নস্যি নিতে কোন বাধা নেই।' তাহলে বেড়ে যাবে। এই চার, ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ-এর মধ্যে কোন একজনের উপর প্রেম বেশী, সে প্রথম নম্বরে, দ্বিতীয়ের উপর তার থেকে কম হয়। এই ভাবে যার প্রতি পক্ষপাত বেশী, তার প্রতি ভালবাসাও বেশী।

স্থূল কর্ম ঃ সূক্ষ্ম কর্ম

স্থূল কর্ম মানে কি, তা বুঝে নাও। তুমি একদম রেগে গেলে, তুমি ক্রোধ করতে চাইছ না তবুও হয়ে গেল, এরকম হয় না কি হয় না?

প্রশ্নকর্তা ঃ হয়।

দাদাশ্রী ঃ এই যে ক্রোধ হল তার ফল এখানেই সাথে সাথে পেয়ে যাবে। লোকেরা বলে, 'ওর কথা বাদ দাও, ও তো খুব-ই ক্রোধী।' কেউ হয়তো ওকে সামনে এসে থাপ্পড়ও মেরে দেবে। মানে বদনাম হওয়া সে রকম পেয়ে যাবে। অর্থাৎ ক্রোধ হওয়া, তা স্থূল-কর্ম। আর ক্রোধ হলে তার পিছনে তোমার আজকের ভাব কি, 'ক্রোধ করাই দরকার।' তাহলে সেটা সামনের জন্মের ক্রোধের হিসাব হল। তোমার আজকের ভাব যদি এই হয় যে ক্রোধ করা উচিৎ নয়, তুমি মনে সংকল্প করেছো যে ক্রোধ করবেই না, তারপরেও যদি হয়ে যায় তো সামনের জন্মের জন্যে তোমার কোন বন্ধন (কর্ম) হবে না। এই স্থূল কর্মতে তোমার ক্রোধ হয়ে গেলে এই জন্ম তোমাকে মার খেতে হবে। তবুও সামনের জন্মের জন্যে তোমার বন্ধন থাকবে না, কারণ সূক্ষ্ম কর্মতে তোমার সংকল্প আছে যে ক্রোধ করাই উচিৎ নয়। আর আজ যদি কোন ব্যক্তি কারোর উপর ক্রোধ না করে কিন্তু মনে ভাবে যে, 'এদের উপর ক্রোধ করলে তবেই এরা সোজা হবে, এইরকমই লোক এরা।' তাহলে এর ফলে সামনের জন্মে আবার ক্রোধ হবে! অর্থাৎ বাইরে যে ক্রোধ হচ্ছে তা স্থূল কর্ম। আর সেইসময় ভিতরে যে ভাব হয় তা সূক্ষ্ম কর্ম। যদি এটা বুঝে নিতে পারি তাহলে স্থূল কর্ম... থেকে একদম-ই বন্ধন উৎপন্ন হয় না। এইজন্য আমি এই নতুন ধরনের সায়েন্স (বিজ্ঞান) দিয়েছি। এতদিন পর্য্যন্ত 'স্থূল কর্ম থেকে বন্ধন হয়' এইরকম লোকেদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সেইজন্যে লোকে ভয় পায়।

ভেদজ্ঞান কষায় মুক্ত করে

প্রশ্নকর্তা ঃ চার কষায়কে জেতার জন্য কোন প্রাথমিক ভূমিকা তৈরী করা কি দরকার? যদি দরকার তো তার জন্যে কি করতে হবে?

দাদাশ্রী ঃ কি জান, যদি ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ এই চারটি চলে যায় তো সে ভগবান হয়ে যায়!

ভগবান তো বলেছেন, 'তোমার ক্রোধ এমন যে তোমার নিজের মামার সাথে যদি ক্রোধ করো তো ওর মন তোমার থেকে আলাদা হয়ে যায়, সারা জীবনের জন্যে আলাদা হয়ে যায়, তাহলে তোমার ক্রোধ করা ভুল।' যে ক্রোধ কারোর মনকে এক-দু বছরের জন্যে আলাদা (মনকে ভেঙে দেয়) করে দেয় আর পরে আবার একতা ফিরে আসে, তাকে অ-প্রত্যাখানী ক্রোধ বলে। যা মনকে একেবারে ভেঙে দেয় তাকে অন্তিমপর্যায়ের ইউজ্‌লেস ক্রোধ বলে। একে অনন্তানুবন্ধী ক্রোধ-ও বলা হয়। আর লোভ-ও এইরকমই, তারপর মান, এরা সমস্ত এত শক্তিশালী যে এদের যাওয়ার পরেই মানুষ সঠিক রাস্তায় আসে আর গুণস্থান প্রাপ্ত করে, নয়তো গুণস্থানেই আসে না। ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ এই চার যার জন্যে অনন্তবার জম নিতে হয়। কষায় দূর হয় তো তাহলেও অনেক হল।

এখন যখন 'জিন'-এর কথা শুনবে, তখন এরা যাবে। 'জিন' মানে আত্মজ্ঞানী, তিনি যে কোন ধর্মের আত্মজ্ঞানী হতে পারেন, বেদান্তের হতে পারেন, জৈন হতে পারেন, কিন্তু আত্মজ্ঞানী হওয়া চাই। তাঁর উপদেশ শুনলে শ্রাবক হয়। আর শ্রাবক হয়ে গেলে তার অনন্তানুবন্ধী কষায় চলে যায়। তখন স্বয়ংই কর্ম উঠে আর শেষ হতে থাকে।

আর দ্বিতীয় উপায় এই যে আমি ওকে ভেদজ্ঞান করিয়ে দিই। তখন সমস্ত কষায় চলে যায়, শেষ হয়ে যায়। এটা এই কালের আশ্চর্য। এইজন্যেই না 'অক্রম বিজ্ঞান' বলেছে!

– জয় সচ্চিদানন্দ

সম্পর্ক সূত্র

দাদা ভগবান পরিবার

অডালজ ঃ ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সিটী, অহমদাবাদ - কলোল হাইওয়ে, পো ঃ অডালজ, জিলা - গাঁধীনগর, গুজরাত - 382421 ফোন ঃ (079) 39830100, e-mail : info@dadabhagwan.org

মুম্বাই	ঃ	9323528901	দিল্লী	ঃ	9810098564
কোলকাতা	ঃ	9830093230	চেন্নাই	ঃ	9380159957
জয়পুর	ঃ	9351408285	ভোপাল	ঃ	9425024405
ইন্দৌর	ঃ	9039936173	জব্বলপুর	ঃ	9425160428
রায়পুর	ঃ	9329644433	ভিলাই	ঃ	9827481336
পাটনা	ঃ	7352723132	অমরাবতী	ঃ	9422915064
বেঙ্গলুর	ঃ	9590979099	হায়দ্রাবাদ	ঃ	9989877786
পুনে	ঃ	9422660497	জলন্ধর	ঃ	9814063043

U.S.A.	:	DBVI Tel. : +1 877-505-DADA (3232), Email : info@us.dsdabhagwan.org
U.K.	:	+44 330-111-DADA (3232)
Kenya	:	+254 722 722 063
UAE	:	+971 557316937
Australia	:	+61 421127947
New Zealand	:	+64 21 0376434
Singapore	:	+65 81129229

www.dadabhagwan.org

ક્રોધ કરતાં શીલનો તાપ વિશેષ

এই ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ এ সমস্তই নির্বলতা। যে বলবান তার ক্রোধ করার প্রয়োজন কোথায়? কিন্তু এ তো ক্রোধের যে উত্তাপ আছে সেই উত্তাপ দিয়ে সামনের জনকে বশ করতে যায়, কিন্তু যার ক্রোধ নেই তার কাছেও তো কিছু থাকবে কি না ? তার কাছে 'শীল' নামের যে চরিত্র আছে তাতে জানোয়ার-ও বশীভূত হয়। বাঘ, সিংহ, সমস্ত শত্রু, সব সৈন্য-সামন্ত বশে এসে যায়।

--দাদাশ্রী

dadabhagwan.org

ISBN 978-93-86321-07-7

9 789386 321077

Printed in India

Price ₹ 10